দৈনিক ইনকিলাব তারিখ ০8 NOV 1998 পৃষ্ঠা 7 কলাম 3

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা

মুহাম্মদ ইলিয়াস মজুমদার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

ছয়. নকল প্রবণতা ঃ এ দুষ্ট ব্যাধি মারাত্মক মহামারীর মত ছাত্রদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জাতিকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। নকল প্রবণতার অনেক কারণ আছে। তন্মধ্যে দ্রুত পাস করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের অসংযত আগ্রহ, স্কুলে পড়াশুনার পরিবেশের অভাব, পরীক্ষার প্রশ্নের ধরন, নিজ সংসারের দরিদ্র পারিপার্শ্বিক দুর্নীতি, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (এমনকি শিক্ষকদেরও) নৈতিক মানের অবনতি, অনুকরণযোগ্য সৎ ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অভাব, দেশময় রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক সংকট এবং ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি, ছাত্রদের নকল প্রবণতার প্রধান কারণ। চতুর্দিকেই যখন নকল ও দুর্নীতির ছড়াছড়ি দুর্নীতি থেকে কেউ যখন মুক্ত নয়, দেশের সেরা ব্যক্তিরাই যখন দুর্নীতিতে লিপ্ত, তখন ছাত্ররাই বা কেন নকল করার মত মামুলি (?) দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকবে? বিনা কষ্টে, অল্প পরিশ্রমে সবাই যখন উন্নতি করতে ব্যাস্ত, তখন ছাত্ররাই বা কেন পেছনে পড়ে থাকবে? তাছাড়া নকল করাটা এমনকি অপরাধ? তারা কি চুরি করছে, তারা কি অন্যের কোন ক্ষতি করছে, তারা কি কাউকে প্রতারিত করছে?—নিশ্চয় না। তবে তাদের দোষ কোথায়? 'দোষ কোথায়'—একথা ছাত্রদের-বুঝান শক্ত, তবে এ ধরনের যুক্তি দিয়েই তারা নকল করতে উদ্বুদ্ধ হয়। নকল করার পরিণামে যে তাদের জন্য, তাদের দেশ ও জাতির জন্য অশুভ—একথা বুঝতে তারা অক্ষম। যারা ছাত্রদের সদুপদেশ দিতে আসে সে সকল মহাপুরুষের (?) দৃষ্টান্ত তাদেরকে নকলবাজিতে উৎসাহিত করে। সৎভাবে জীবন-যাপন করলে অর্থ অথবা সার্টিফিকেট কোনটাই আসবে না—একথা ছাত্ররা ছোট বেলা থেকেই বুঝতে শিখে। ছাত্রদের নকলবাজিতে সহায়তা করে তাদের বন্ধুরাও বটে, এমনকি একশ্রেণীর মাতা-পিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকরাও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

সাত. শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির অভাব। আমাদের দেশে সত্যিকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির বড়ই অভাব, বরং বলা চলে দুর্ভিক্ষ। এদেশে অনেক ধনী ব্যক্তি রয়েছেন কিন্তু কেউ শিক্ষার প্রসারের জন্য এগিয়ে আসেন না। তারা যদি দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য কোন 'স্কলারশীপ' চালু করতেন, তবে তা জাতির জন্য কল্যাণ বয়ে আনত।

আট. ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ঃ কারিকুলাম। বর্তমান কারিকুলাম জাতির প্রয়োজনকে সামনে রেখে প্রণয়ন করা হয়নি। এতে যোগ্য ও আদর্শ নাগরিক গড়ার কোন পরিকল্পনা নেই। কোন বয়সের ছাত্র কতটুকু শিখতে পারে এবং তাদের বোধশক্তি কতটুকু তা বিবেচনায় না রেখেই কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে ছাত্রদের বইয়ের বোঝা বাড়লেও জ্ঞানের পরিধি বাড়েনি। অনেক বেশী শিখাতে গিয়ে তাদের মন-মানসিকতার উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তাতে তাদের পড়াশুনার আগ্রহই কমে যাচ্ছে। অতএব, এ কারিকুলাম সংশোধন হওয়া প্রয়োজন।

নয়. দেশবাসী শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন নয়। দেশের অধিকাংশ মানুষই অশিক্ষিত। তারা নিজেরাই জানেন না শিক্ষা কি। যারা শিক্ষিত তারাও আত্মকেন্দ্রিক এবং নিস্পৃহ। সবার ধারণা যা কিছু করবেন সরকারই করবেন। কিন্তু সব কিছুই সরকার করতে পারে না। নাগরিকদেরও কিছু দায়-দায়িত্ব রয়েছে। নাগরিকরা তাদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হলে যে কোন অব্যবস্থাই দূর করা সম্ভব। এ ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দশ. সরকারী অনীহা। সরকারও শিক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী নয়। সরকারী পরিকল্পনায় শিক্ষা অগ্রাধিকার পায় না। শিক্ষার উপকরণ কাগজ-কলম, বই-পুস্তক ইত্যাদি সহজলভ্য করার কোন সরকারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। ছাত্ররা জাতির সম্পদ এবং ভবিষ্যতের আশা-ভরসা। তাদের প্রতি অবহেলা করলে জাতির জন্য কখনও শুভ হতে পারে না। তাই ছাত্রদের সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা কর্তব্য। মেধাবী ও চরিত্রবান আদর্শ ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকা দরকার। শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কোন নাগরিক যাতে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। এজন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করা অত্যাবশ্যক। অর্থের অভাবে যাতে কারও লেখাপড়া বন্ধ হয়ে না যায়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা দরকার। ছাত্রদের মেধানুসারে সরকারী-বেসরকারী যানবাহনে ভ্রমণের সুবিধা দেয়া দরকার। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। শিক্ষা উপকরণ কম মুল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। ছাত্রদের সুবিধা-অসুবিধা প্রয়োজন জানার জন্য ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। ছাত্রদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেয়ার পরই তাদের কাছ থেকে কাংক্ষিত সুফল আশা করা যেতে পারে। তারা আইন-শৃংখলা পরিপন্থী কোন কাজ করলে তখন তাদের প্রতি কঠোর মনোভাব পোষণ করা অন্যায় ও অযৌক্তিক হবে না।

এগার. ছাত্র রাজনীতি ঃ এদেশের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি হলো, এদেশে ছাত্ররা সরাসরি রাজনীতি করে এবং রাজনীতিকরা তাদের স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার করে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই ছাত্র সংগঠন রয়েছে। ছাত্ররা হচ্ছে রাজনৈতিক দলের লাঠিয়াল বাহিনী। ছাত্রদের হাত করার জন্য তারা অর্থ, মাদকদ্রব্য ইত্যাদি যোগান দেয়। এতে ছাত্রদের চরিত্র ও স্বাস্থ্য সবই নষ্ট হয়। ক্ষমতার নেশায় মত্ত রাজনীতিকরা এভাবে শুধু ছাত্রদেরই সর্বনাশ করে না, শিক্ষারও সর্বনাশ করে। তারা চিন্তা করে না শিক্ষা গেলে তো সবই গেল। আমাদের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে যে মারামারী, কাটাকাটি, বোমাবাজি হয় তাতে এগুলোকে রাণাঙ্গন বললেই ভ্রম হয়। ছাত্র রাজনীতির নির্মম ও নৃশংস খেলায় কত সম্ভাবনাময় কিশোর-তরুণ-যুবক যে অকালে ঝরে পড়ছে তার হিসাব নেই। শীঘ্রই এ অবস্থার অবসান না হলে জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে।

শেষ কথা. উপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে গলদ রয়েছে, তা অচিরেই দূর করা না হলে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এ গলদ দূর করার কাজ কারো একার পক্ষে সম্ভব নয়। শিক্ষাঙ্গন থেকে দুর্নীতি ও নকলবাজির মূলোচ্ছেদ করার জন্য সম্মিলিত ও সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো প্রয়োজন। এর জন্য সর্বাগ্রে চাই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা। এ ব্যাপারে অন্তত সবারই একমত হওয়া প্রয়োজন যে, আমরা ছাত্রদের রাজনীতিতে ঠেলে আনবো না। ছাত্ররা দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে জাতীয় সমস্যাগুলোর ব্যাপারে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারে এবং তাদের মতামতকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা উচিত। কিন্তু তাদের পক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করা নিতান্তই আত্মঘাতী। ছাত্রদের লাশের উপর যারা নিজের রাজনৈতিক প্রাসাদের ভিত্তি রচনা করতে চায় সেসব রাজনীতি গোটা দেশবাসীর ধিক্কার দেয়া উচিত। শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে হলে অবশ্যই রাজনীতিমুক্ত রাখতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের জন্য দেশব্যাপী 'শিক্ষা আন্দোলন' চালু করা উচিত। এ ব্যাপারে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে সরকারী ও বিরোধী দল তথা সকল রাজনৈতিক দলের উপর চাপ প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের পক্ষ থেকে যতটুকু করণীয় ততটুকু অবশ্যই তাকে করতে হবে। সরকার আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা নিয়ে শিক্ষা সংস্কারে এগিয়ে আসলে শুভ সূচনা হবে এবং দেশবাসীও উৎসাহ বোধ করবে। সরকার যেহেতু কোন বিদেশী সরকার নয়, আমাদেরই দেশের মানুষ দিয়ে এ সরকার গঠিত। তাই সরকারকে সংকীর্ণতা ভুলে গিয়ে শিক্ষা সংস্কারে সর্বপ্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। একটি স্বাধীন দেশের সরকারের কাছে এতটুকু আশা করাটা নিশ্চয় অন্যায় কিছু হবে না।

(সমাপ্ত)